যুগান্তর

তারিখ 30 OCT 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

প্রশ্নফাঁসের বিচার মোবাইল কোর্টে

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনই যাচ্ছে না সরকারি কলেজ

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারি কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়ার প্রক্রিয়া আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত অবস্থা, জনবল সংকট এবং আইনি বাধার কারণে এ শংকা দেখা দিয়েছে। সরকারি কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়ার বিষয়ে বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে একইসঙ্গে ইউজিসি আইন, শিক্ষা আইন ও অ্যাক্রেডিটেশন আইন বিষয়েও আলোচনা হয়। এ সভায় শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব হেলালউদ্দিনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এরই মধ্যে অবকাঠামো এবং জনবল সংকটের কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে। তারা বলেছে, এ দুটি সমস্যার সমাধান করা হলে তারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা সরকারি কলেজগুলোকে ফের অধিভুক্ত করতে সম্মত আছে। এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে বলে মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব নিশ্চিত করেছেন। এছাড়া কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে যারা শিক্ষার্থী নিতে চাইলেও তাদের সক্ষমতার সংকট রয়েছে। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল কলেজ অধিভুক্তি দেয়ার আইনি ক্ষমতা আছে। বাকিদের অধিভুক্তি দেয়ার এখতিয়ার আইনে নেই। এ অবস্থায় ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে কলেজ বন্টন করে দিতে হলে আইনে সংশোধনও আনতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে বলেন, সরকারি কলেজকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সম্পৃক্ত করার কাজটি খুব জটিল। নানা বিষয় ভাবতে হচ্ছে। কার কী প্রস্তুতি আছে সেটা আগে দেখতে হবে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে অবকাঠামো ও জনবল নিয়োগ করতে হবে। আইনেও প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। তিনি বলেন, তারপরও আমরা এ বছরের মধ্যে কাজটি একটি পর্যায়ে নিয়ে যাব।

বৈঠক সূত্র জানায়, কলেজ বন্টনের আগে মন্ত্রণালয় বৈঠক ডাকবে। ভিসিদের মতামত নেয়া হবে। সব সরকারি কলেজকে একসঙ্গে বন্টন করা হবে না। আগে কিছু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছেড়ে দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে বড় বিশ্ববিদ্যালয় যে ক'টি কলেজ চাইবে, সে ক'টি দেয়া হবে। আর ছোট কলেজকে দেয়া হবে তার সক্ষমতা বিবেচনা করে। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তিতুমীর কলেজে ছাত্র আছে ৪৫ হাজার। ইডেনে আছে ৩৫ হাজার। এখন এত শিক্ষার্থীকে যে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়া হবে তারা ম্যানেজ করতে পারবে কিনা তা আগে ভাবা প্রয়োজন। এজন্য পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর কাজটি করা উচিত।

প্রশ্নফাঁসের বিচার মোবাইল কোর্টে : বৈঠকে শিক্ষা আইন, ইউজিসি আইন এবং অ্যাক্রেডিটেশন আইন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠক সূত্র জানায়, এরমধ্যে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের আকার ছোট করার পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এছাড়া প্রশ্নফাঁসের বিষয়ে আলাদা আইন করার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, শিক্ষা আইনে এ বিষয়ে কেবল বলতে হবে যে কোনো আইন অনুযায়ী প্রশ্নফাঁসের বিচার হবে। প্রস্তাবিত ইউজিসি আইন খোলনলচে বদলে ফেলার বিষয়েও বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। এ ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের পদমর্যাদাসহ অন্য বিষয় বাতিল করার পরামর্শ দিয়েছেন সদস্যরা। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুশাসন নিশ্চিতে আইনে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব দেয়ার কথাও এসেছে। অ্যাক্রেডিটেশন আইনের খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে যুগান্তরকে বলেন, আমরা একটি 'বনসাইজ' শিক্ষা আইন করব। এতে বিস্তারিত কিছু থাকবে না। কোনো বিষয়ে বিস্তারিত প্রয়োজন হলে বিধিমালা তৈরি করা হবে। সে বিধান থাকবে আইনে। তিনি বলেন, প্রশ্নফাঁস নিয়ে আলাদা আইন করা হবে। কোনো অপরাধের শাস্তি নিশ্চিতে সাক্ষ্যপ্রমাণ দরকার হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এজন্য বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘ হয়। একটা সময় পরে কেউ শাস্তি পেলেও জনগণ তা জানে না। আমাদের লক্ষ্য প্রশ্নফাঁস ও গুজব সৃষ্টি করে ব্যবসাকারীকে শাস্তি দেয়া। যদি তাৎক্ষণিক সাক্ষী হাজির করে শাস্তি দেয়া যায় তা জনগণ জানবে। এতে সুফল মিলবে। তাই প্রস্তাবিত আইনে প্রশ্নফাঁসের বিচার মোবাইল কোর্টে করার বিধানও রাখা হবে।